যায়যায়দিন

10 JAN 2009

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ....

শুরু হয়েছে তকমা বদলের পালা

ছাত্র রাজনীতিতে বাড়ছে অভ্যন্তরীণ কোন্দল

সাখাওয়াত হোসেন

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর রাজনীতিতে শুরু হয়েছে দলীয় তকমা বদলের পালা। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ছাত্র রাজনীতিতে। গত ১০ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্রনেতা-কর্মী তকমা বদল করেছে। গা বাঁচাতে ছাত্রদল ও শিবির সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের অনেকে ভোল পাল্টেছে। ছাত্র রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব ও আধিপত্য ধরে রাখতে ছাত্রলীগের নেতাদের আনুগত্য স্বীকার করে দলে ভিড়ছে বিরোধীদলীয় ক্যাডাররা।

ছাত্রলীগ নেতাদের কেউ কেউ দলবদলের এ যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা ছোটখাটো ছাড় দিয়ে হলেও ছাত্রদল এবং শিবিরের নেতাকর্মী-সমর্থক ও অস্ত্রধারী ক্যাডারদের দলে টানার চেষ্টা করছে। তবে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অনেকেই এটি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছে না। তারা এতে ঘোর আপত্তি তোলায় বাড়ছে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। অন্যদিকে তকমা বদলকারীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধছে।

শিক্ষাঙ্গনের সূত্রগুলো জানিয়েছে, নির্বাচনোত্তর সময়ে সবচেয়ে বেশি নেতাকর্মী, সমর্থক ও স্টুডেন্ট ক্যাডার পৃ২ >> ক৪

ছাত্র রাজনীতিতে বাড়ছে অভ্যন্তরীণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দলবদল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পুরনো তকমা পাল্টে নতুন দলে যোগ দেয়ার সংখ্যাগত দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। এ প্রতিযোগিতায় বেশ কাছাকাছি রয়েছে চট্টগ্রাম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রুয়েট। বুয়েট, তেজগাঁও পলিটেকনিক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজসহ দেশের প্রায় প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রাজনীতিতে পালাবদলের হাওয়া জোরেশোরে বইতে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, এ ইস্যুতেই সবচেয়ে বেশি অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।

গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলছে, দলবদলের ইস্যুটি দৃশ্যমান হলেও এর নেপথ্যে রয়েছে চাঁদাবাজি ও দখলবাজিসহ আধিপত্য কুক্ষিগত করার প্রতিযোগিতা। ছাত্রলীগ নেতাদের কেউ কেউ ছাত্রদল ও শিবিরের ক্যাডারদের দলে ভিড়িয়ে ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

সম্প্রতি দলবদলকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সাঈদ এ প্রতিবেদককে জানায়, আদর্শগতভাবে সে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে সমর্থন করলেও শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান পরিস্থিতিতে নেহাত দায়ে ঠেকেই ছাত্রলীগের নেতাদের আনুগত্য দেখাচ্ছে। সাঈদের বক্তব্য, আর মাত্র কয়েকটা মাস ইউনিভার্সিটিতে আছি। এ সময় দলবাজি করতে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করতে চাই না। সদ্য দল ত্যাগকারী তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থী হাসানেরও একই বক্তব্য। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ও শিবির সমর্থক অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই একই সুর। তাদের বক্তব্য, হলের সিট রক্ষা করে ঠিকমতো লেখাপড়া চালিয়ে যেতে আগে ছাত্রদল ও শিবিরকে সমর্থন করেছি। এখন ক্ষমতা ছাত্রলীগের হাতে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাদের সমর্থক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনের দিন রাত থেকে গত ১০ দিনে ছোট-বড় মিলিয়ে অর্ধশতাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর এক-তৃতীয়াংশ ঘটনার নেপথ্যেই রয়েছে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের। সূত্র জানিয়েছে, ছাত্রদলের এক কর্মীকে হল থেকে বের করে দেয়ার জের ধরে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঢাবির জিয়া হলে সংঘর্ষ হয়। শিক্ষার্থীরা জানায়, ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা গ্রুপের সদস্যরা ছাত্রদলের এক কর্মীকে হল থেকে বের করে দেয়। ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানা টিপুর অনুসারীরা এতে বাধা দিলে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয় দু'গ্রুপের নেতাকর্মীসহ বেশ ক'জন সাধারণ ছাত্রও। ওই সময় হামলাকারীরা প্রাধ্যক্ষের কক্ষসহ জিয়া হলের বেশ কয়েকটি রুম ভাংচুর করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, সংসদ নির্বাচনের পর ছাত্রলীগে যোগ দেয়া ছাত্রদল ক্যাডার সালমান ও কামাল ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানার পক্ষ নিয়ে ওই সশস্ত্র হামলায় নেতৃত্ব দেয়।

ঢাবি শিক্ষকদের একটি সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনোত্তর সময়ে একের পর এক সশস্ত্র হামলার ঘটনায় তারা আতঙ্কগ্রস্ত। অভিজ্ঞতার ঝুলি ঘেঁটে তারা বলেন, পক্ষ-প্রতিপক্ষের সংঘর্ষের চেয়ে দলীয় কোন্দল ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে থাকে। আর এ কারণেই দেশজুড়ে ছাত্র রাজনীতিতে দলীয় কোন্দলে শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের নৈরাজ্যের আশঙ্কা করছেন শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী মতাদর্শের এক শিক্ষক দাবি করেন, শিগগির এ সমস্যা মিটে যাবে। দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে এ ব্যাপারে এরই মধ্যে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশার অভিযোগ, নির্বাচনোত্তর সময়ে ছাত্রদল ও শিবিরসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের কিছু কর্মী বিশেষ মিশন নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারা নানা কৌশলে বিভিন্ন সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে শিক্ষাঙ্গন উত্তপ্ত করে তুলছে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে। বাদশার দাবি, একটি পক্ষ বিশেষ ফায়দা লুটতে ছাত্রদলের এসব কর্মীকে শেল্টার দিচ্ছে।

অন্যদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানা টিপুর পাল্টা অভিযোগ, অন্য সংগঠনের কোনো কর্মী ছাত্রলীগে যোগ দিতে পারবে না এমন নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। আর ছাত্রলীগের কর্মী না হলেই তাকে হল থেকে বের করে দিতে হবে ছাত্রলীগ এ আদর্শে চলে তা আমি মানতে পারিনি বলেই এর প্রতিবাদ করেছি। সোহেল রানার দাবি, যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে দলীয়ভাবে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

বৃহস্পতিবার ঢাবির জিয়া হলে সংঘটিত ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন বলেন, যারা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের ছাড় দেয়া হবে না। তারা আমাদের দলের হলেও রেহাই পাবে না। তিনি জানান, এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমান্ডও এ ব্যাপারে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে।